بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপত্তির উত্তর প্রদানের ক্ষেত্রে জামা'তকে দিকনির্দেশনা

সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৬ জুন, ২০২৫ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআ'র সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজকাল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যেমন উপকারিতা রয়েছে তদ্রুপ কিছু এমন বিষয়ও রয়েছে যা কষ্টদায়ক। বর্তমানে আহ্‌মদী বিরোধীরা এই মাধ্যম ব্যবহার করে আহমদীয়া জামা'তের বিরুদ্ধে চরম অশালীন বক্তব্য প্রচার করে বেড়াচ্ছে। তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এমনসব কথা বলে যা শুনে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে এর উত্তরে কোনো কোনো আহ্‌মদীও অমার্জিত উত্তর প্রদান করে থাকেন। যদিও তাদের হৃদয় পরিস্কার থাকে, তথাপি অনেক সময় এমন কথা বলে ফেলেন যা বিরোধীরা আপত্তিকরভাবেও উত্থাপন করতে পারে। কাজেই এটি আমাদের পন্থা নয়, এবং একজন আহ্‌মদীকে অবশ্যই এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

আমাদের কাজ এটা নয় যে আমরা অশালীন ভাষা ব্যবহার করব অথবা এমনভাবে জবাব দেব যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেও আমাদের মুখ দিয়ে এমন কিছু শব্দ বেরিয়ে পড়ে যা কোনো না কোনোভাবে কাউকে অপমানিত করে এবং তারপর বিরোধীরা এ সুযোগ নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বলে বেড়ায় যে, আমরা নাকি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর

Scanned with OKEN Scanner

পবিত্র সাহাবী (রা.)-দের অবমাননা করি, নাঊযুবিল্লাহ্। অথচ আমাদের হৃদয়ে মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা রয়েছে, এর কোটিভাগের একভাগও তারা অনুধাবন করতে পারবে না। আমাদের জন্য তো সবকিছুই মহানবী (সা.)-এর ওপর নিবেদিত। তিনিই সেই নবীকুল শিরোমনি, যিনি আল্লাহ্‌র সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বশেষ নবী। আর তাঁর অনুসরণকারীরা, অর্থাৎ সম্মানীয় সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এমন সব কথা বলেছেন, এমন সব প্রশংসা করেছেন, যা এসব বিরোধীদের চিন্তাভাবনার অতীত।

সুতরাং আমাদের অন্তরে শুধু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মর্যাদা নেই-এটা তো অবশ্যই আছে-বরং এমন এক মর্যাদা, যার সমতুল্য কেউ পৌঁছাতেই পারে না। পাশাপাশি, তাঁর সাহাবাদের প্রতিও আমাদের অন্তরে গভীর সম্মান রয়েছে। এই বিষয়টি প্রতিটি আহ্‌মদীর সর্বদা স্মরণে রাখা উচিত এবং এমন কোনো কথাবার্তা যেন না আমরা না বলি যা ভুল বার্তা দেয় বা যে কোনো দিক থেকে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। কিছু আহ্‌মদী মনে করেন, এ ধরনের উত্তর দিয়ে তারা যেন বড় গায়রতের (ধর্মীয় অনুভূতির) পরিচয় দিয়েছেন। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন তাদের উত্তর এমনই হয়। অথচ এই তথাকথিত গায়রত মূলত জাহালত বা অজ্ঞতা। যদি কোনো আহ্‌মদী এমন কোনো কথা বলেন যাতে ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ থাকে, তাহলে সে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং জামা'তকে বদনাম করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, **"তোমরা ধৈর্য ধরো এবং সর্বদা ধৈর্যের পরিচয় দাও।"** এক জায়গায় তিনি বলেন,

"তারা আমাকে গালি দেয়, কিন্তু আমি তাদের গালিকে গুরুত্ব দিই না এবং এতে দুঃখও করি না। কারণ তারা এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে তারা অক্ষম-তাদের এই হীনতা এবং দুর্বলতা তারা গালি ছাড়া আর কিছু দিয়ে ঢাকতে পারে না। তারা নিম্নস্তরের ভাষা ও অপচেষ্টা করে কারণ তাদের কাছে কোনো যুক্তি নেই, কোনো উত্তর নেই। সুতরাং তারা শুধু গালিতেই সীমাবদ্ধ থাকে। তারা আমাকে কাফের আখ্যা দেয়, মিথ্যা মামলা করে, নানান ধরনের অপবাদ ও অপপ্রচার চালায়। তারা তাদের সকল শক্তি দিয়ে আমার বিরুদ্ধাচরণ করে দেখুক শেষ সিদ্ধান্ত কার পক্ষে হয়। তোমরা যা চাও করো, কিন্তু আল্লাহ্ আমার সঙ্গে রয়েছেন। শেষ পরিণাম তো প্রকাশ পাবেই-কে আল্লাহ্‌র পছন্দ।"

তিনি (আ.) বলেন, **"যদি আমি তাদের গালিকে গুরুত্ব দিই, তাহলে সেই প্রকৃত কাজ, যা আল্লাহ্ আমাকে অর্পণ করেছেন, তা পেছনে পড়ে যায়। তাই আমি যেমন তাদের গালিকে গুরুত্ব দিই না, তেমনি আমি আমার জামা'তকেও উপদেশ দিই যে, তাদের উচিত**

Scanned with OKEN Scanner

হবে এসব গালি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করা এবং কখনো গালির উত্তর গালি দিয়ে না দেওয়া, কারণ এতে বরকত উঠে যায়। তারা যেন ধৈর্য ও সহনশীলতার নমুনা দেখায় এবং নিজেদের নৈতিকতা প্রদর্শন করে। অবশ্যই মনে রাখবে, বুদ্ধি ও উন্মাদনার মধ্যে একটি মারাত্মক শত্রুতা রয়েছে। যখন রাগ ও উত্তেজনা আসে, তখন বিবেক বজায় থাকে না। কিন্তু যে ধৈর্য ধারণ করে এবং সহনশীলতার পরিচয় দেয়, তাকে একটি আলো দেওয়া হয়, যার দ্বারা তার বুদ্ধি ও চিন্তার শক্তিগুলোতে এক নতুন আলোর সৃষ্টি হয়। আর এই আলো থেকেই আরও আলো উৎপন্ন হয়। রাগ ও উত্তেজনার অবস্থায় যেহেতু মন ও মস্তিষ্ক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, তাই অন্ধকার থেকেই অন্ধকার জন্ম নেয়।"

সুতরাং এটাই সেই শিক্ষা যা আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত। আজকাল কিছু মানুষ নিজেদেরকে স্বঘোষিত আলেম হিসেবে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে এবং সামাজিক মাধ্যমে উত্তর দিতে শুরু করে দিয়েছে। তারা গায়ের আহ্‌মদী নামধারী মোল্লাদের বা আপত্তিকারীদের আপত্তির জবাব দিতে উদ্যত হয়-তাদের এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। যদি সত্যিই কারো উত্তর জানা দরকার হয়, তাহলে সে যেন জামা'তের এমন আলেমদের শরণাপন্ন হয়, যাদের গভীর জ্ঞান রয়েছে, কিংবা জামা'তের নির্ভরযোগ্য সাহিত্য থেকে উত্তর খুঁজে বের করে এবং সে উত্তর যেন এমন হয়, যা মজবুত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে এবং প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডনকারী হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা-যা প্রকৃত অর্থে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষা-তার উপর আমাদের আমল করা উচিত। তা না হলে, জামা'তে থেকেও আমরা জামা'তকে বদনাম করার কারণ হয়ে দাঁড়াব। আল্লাহ্ যেন আমাদেরকে কুপথগামীদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন এবং তাদেরকেও বোধদানের তাওফিক দিন, যারা মিথ্যা গায়রত (ধর্মীয় আত্মাভিমান) প্রদর্শন করে এবং অহেতুক এমন কিছু শব্দ ব্যবহার করে বসে, যা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

যদি আমরা সামাজিক মাধ্যমে পাল্টা উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র দরবারে সেজদা করি, আমাদের নামাযগুলোকে আরও সংযত ও গভীরভাবে আদায় করি, এবং আমাদের সেজদাগুলোতে এমন ব্যথা ও আবেগ সৃষ্টি করি যার কারণে আল্লাহ্‌র গায়রত দ্রুত উদ্দীপ্ত হয়-তাহলে আমরা এমন সুফল লাভ করতে পারব, যা এইসব উত্তরের মাধ্যমে কখনোই পাওয়া সম্ভব নয়।

সুতরাং প্রত্যেক আহ্‌মদীর উচিত, এমন কোনো কথা না বলা যা শত্রুকে অহেতুক এই সুযোগ দেয় যে, 'দেখো, আহ্‌মদীরা এমন কথা বলেছে' বা 'ওমন কথা বলেছে'। আমাদের চরিত্র হওয়া উচিত অত্যন্ত উন্নত ও মহত্তম। যার আচরণ উন্নত নয়, সে হযরত মসীহ্ মাওউদ

Scanned with OKEN Scanner

(আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেনি। তাই আমাদের নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। প্রত্যেকে আত্মজিজ্ঞাসা করুন, ভুল পন্থায় উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দান করুন এবং বিরোধীদের সকল অনিষ্ট থেকে জামা'তকে রক্ষা করুন। আমীন

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত : ১. জিয়াউল হক (সত্যের জ্যোতি), ২. নিশানে আসমানী (ঐশী নিদর্শনাবলী) এবং ৩. সীরাতুল আবদাল (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনচরিত)। পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar(at) *6 June 2025* *Distributed by* **Ahmadiyya Muslim Mission** .....................*P.O*......................... *Distt*.........................*Pin*.........*W.B*	**To,** _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat

Scanned with OKEN Scanner